অর্পণ
শঙ্খ ঘোষ

স্তম্ভিত পথের পাশে বসে আছি।
দেখতে পাই না কিছু আর, তাই এত আকাঙ্ক্ষার ভারে
নুয়ে আছি। কে রেখেছে প্রসারিত হাত এই মাথার উপরে
মনে নেই। চলাচল করে বহু লোকে।
হয়তো তুমি তারই মধ্যে আছো একজন- জানা নেই।
মনে হয় আলো এল।
না কিএ আরোই অন্ধকার?
আলো-অন্ধকার আজ একসঙ্গে মিলেমিশে স্রোত হয়ে আছে চারপাশে।
যে আসে সে তারই মধ্যে আসে
এসে চুপি চুপি বলে যায় তার কোনো নিজস্ব প্রমায়
কেন এইভাবে বসে আছো?
আজ এই ভোরবেলা সমস্ত শিশির-বৃষ্টি আমার দেখার দৃষ্টি দিলাম তোমায়।

সিন্ধুর পাশে
সব্যসাচী দেব

আমাকে সিন্ধুর কূলে রেখে তুমি চলে এলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপে
এভাবে কি গড়ে ওঠে দেশ।
এখনও জানি না ঠিক, বুঝি না কিছুই
জন্মভূমি মাতৃভূমি কি-না।
আমার দেশের সীমা বেড়ে চলে তিতাসের পায় ছুঁয়ে দূরে
হয়তে নির্বোধ মোহে ইতিহাস খুঁড়ে চলি কোথায় শিকড়।

কে তবে আত্মীয় বন্ধু। কে তবে স্বজন।
কারাকোরামের নীচে বয়ে-চলা তীব্র জলাধারা
শত শত মালভূমি, পাহাড়ের তীক্ষ্ণ বাঁক ঘুরে
কোথায় পেয়েছে খুঁজে সমুদ্রের স্বাদ

দূরে দূরে অরন্যের আজানা বিস্তার
পদ্মা বা মেঘনার কূলে এখানে বিস্মৃত সমতল,
গ্রাম গঙ্জ শহর বা প্রান্তরের শেষে হাওড়া বা বিলের সীমানা
আমার স্বদেশ বুঝি সে ও নয় আজ।